সন ১৩৫৬ সাল
পরিবেশক :
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯
প্রকাশক : শিস প্রকাশনীর পক্ষে
চন্দন ঘোষ ॥ গ্রন্থস্বত্ব : স্বপন চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ : অমিত চক্রবর্তী
মুদ্রাকর : সুকুমার দাস ॥ রামকৃষ্ণ প্রেস
বনগ্রাম, চব্বিশ পরগণা ॥ দাম : চার টাকা

মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে

ইচ্ছা

মাথা নিচু কোরে থাকি বলে আমাকে
কাপুরুষ ভেবোনা
তুমি দেখে নিও   আমি একদিন
আকাশের দিকে তাকাবো

এখন বড়ো লাজুক আত্মরক্ষার হেলমেট্
এখন বড়ো নির্মম আগ্নেয়াস্ত্রের ঘোড়ায় রাজনৈতিক আঙুল
এখন বড়ো স্থির জন্মগত নদী
পৃথিবীর সবটুকু ক্ষমতা ও পরমা প্রকৃতি

সমতল থেকে পুরোপুরি আকাশটাকে দেখা যায় না
কাছাকাছি গাছেদের মাথায় শেষ হয়ে যায়
এ জন্য তুমি পাঠিয়ে দিও রুকস্যাক্
আমি পর্বতারোহণে যাবো

তোমার জন্য

আজকাল আমি তোমার কথায় হাসতে পারি
আজকাল আমি তোমার কথায় কাঁদতে পারি
তুমি সুখ দিলে সুখ পাই
দুঃখ দিলে দুঃখ
তুমি হাসলে আমি ভালোবাসা মনে করি

তোমার ভালবাসার জন্যে আমি বুকের রক্ত পাঠালায়
তুমি পাঠালে সজ্জিত কালো ঘোড়া

চন্দন কাঠের বাঁশি

ভালোবাসা পদ্মপাতায় জলের মতো ঘোরে
মধ্যরাতে নষ্ট মেয়ের সিঁধ কাটল চোরে
কেন এমন অহংকারে রক্ত মাখো তুমি
চেয়ে ছাখো কি যন্ত্রণায় ছিঁড়ছে স্বদেশ-ভূমি

মনে রেখো শহরের উত্তরে আমার বাড়ি
আসতে গেলে পেরুতে হবে নোনা নদীর খাড়ি
তুমি বড়ো মিথ্যে বলো মিথ্যে বলো হে
নারীর বুকে কি দেখেছো দাগ দিয়েছে কে

নির্বিবাদে বোতাম খোলো হত্যা করো শিশু
মুখের উপর ঝুলিয়ে রেখে চন্দন কাঠের যীশু

ভুল জন্ম

ভুল জন্ম তুমি নিয়েছো এই বেজন্মার দেশে
চাঁদ মুখে চুমো কেউ দেয়নি কখনো ভালবেসে
ভুল জন্ম তুমি নিয়েছো এই বেজন্মার দেশে

প্রভু যীশুর মতো অলৌকিক গোয়ালে প্রসবের দিনে
সুখ ও স্বপ্নের ব্যথায় তোমার মা বড়ো কষ্ট পেয়েছিলো
রুগ্না মায়ের স্তন থেকে পাওনি অমৃতধারা পাওনি বিলাসী আমূল
কিংবা ল্যাক্টোজেন
দুরারোগ্য ব্যাধি ও রিকেটের আক্রমণ ফাঁকি দিয়ে তুমি দাঁড়িয়েছো
সজনে ডাঁটার মতো অশক্ত দুই পায়ে
ঘোলা চোখ সমস্ত শরীরে অসম্ভব জ্বালা আর সারা পৃথিবী জুড়ে
এখন শুধু ক্ষিদে আর ক্ষিদে

কখনো গ্যাখোনি কেমন আদরের এক টুকরো টফি
রঙিন ছবিতে জলন্ত হেলিকপ্টার থেকে কেমন লাফ দেয় অরণ্যদেব
পূর্ণিমারাতে
মায়ের স্নিগ্ধ কোলে বসে হাতছানি দিয়ে চাঁদকে ডাকোনি কখনো আয় মামা
শুধু সারাদিন সূর্যের তেজ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে
আরো বেড়ে যায় তোমার ক্ষিদে

ঘোলা চোখ সমস্ত শরীরে অসম্ভব জ্বালা আর সারা পৃথিবী জুড়ে
এখন শুধু ক্ষিদে আর ক্ষিদে

ভয়

অন্ধকারে তুমি ভয় পাও
রাত্রির অন্ধকার চাদর কি শুধু তোমাকেই ঢেকে রাখে

শুকনো পাতার শব্দ বেড়ালের ঝোলানো লেজ ইঁদুরের ছুটোছুটি
রাস্তার বেওয়ারিশ নষ্ট কাগজ টবে লাগানো প্রিয় ফুলগাছ
তোমাকে অহেতুক ভয় দেখায়
ক্রমশ ভয়ের পাথর জল ভিজিয়ে দেয় পা।

এ সময় তোমার বুকের ভিতর হাস্যকর পলায়ন বৃত্তি
নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে শক্ত খিল আঁটো দরজায়
পুরোনো বিছানার চারপাশে টানটান মশারি গুঁজে
স্পন্দনহীন শুয়ে থাকো
তখন অলস বাতাস সারারাত দড়ির উপর ঝুলে থাকা
তোমার ঘামে ভেজা অগোছালো জামার আস্তিন দোলায়

তুমি তো জানো
রাত্রি মানে অন্ধকার
অন্ধকার মানে ভয়
রাত্রিতে ভয়ের তেঁতুলগাছ পাতা গুটিয়ে ঘুমোয়

তবে কেন অহেতুক ভয় পাও
যে ভয় তোমাকে চোখ রাঙায়
তার চোখ তুলে নাও

সময়

এতোদিন পরে সময় হোয়েছে।
তুমি কিংবা আমি, একজন
সাহসভরে মুখোমুখি দাঁড়াবার।

তুমি কিংবা আমি, যে কেউ একজন
বলি, এসো, এতোদিন পরে
সয়ম হোয়েছে। ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দাও
পুরোনো লাগাম।

খালি পায়ে, খবরদার, আর নয়।
এতোদিন পরে সময় হোয়েছে
মুখোমুখি দাঁড়াবার।
যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যুথবদ্ধ
সতর্ক সৈনিক।

চালচিত্র

বিষধান খেয়ে আলপথে চিত হোয়ে শুয়ে আছে শালিক।
অপরাহ্ন বেলায় পাহাড় শীর্ষে ফিরে যাবার আগে
কিছু শক্তি সঞ্চয় তার বুঝি প্রয়োজন ছিলো।
অদূরে খেজুরের ছায়ায় পান্তা ভাতের গন্ধ গায়ে মেখে
শঙ্খচক্র আঙুলের জলধোয়া ভাঙা সানকি।
মধ্যরাত শেষ হোলে, যখন স্বাতী নক্ষত্র জলভরা চোখের মতন
একহারা নারকেলবীথি অলস বাতাসে মাথা নেড়ে
উগরাতে থাকে শোক।

বুকের উপর খড় বিছিয়ে শুয়ে আছে মাঠ।
বাস রাস্তার ওপাশে হলুদ মেমোরিয়াল সৌধের মতোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র
মুরগীর পায়ে ধুলোভরা মেঠোপথে নেমে এসেছে দাসপাড়ার গরীব উঠোন
বাঁওড়ের মরাখোল জুড়ে সাদা ধনেফুল।
বুড়ো বটের তলায় সারারাত আগুন পোহায় কিছু শীতকাতর মানুষ

আগুনের লাল আলোয় তারা পরস্পর পিঁয়াজের খোসা
ছাড়ানোর মতোন
নিজেদের দুর্দশার তেলচিটে দুঃখ ছাড়াতে থাকে।

তখন মাঠের ভিতর তালপাতার ছাউনিতে সবুজ পাম্পসেট
জল ঢালে অবিরত।

যুদ্ধ জয়ের জন্য

সেই মানুষটা
যে নিয়ত যুদ্ধে নামতো আর হেরে যেতো
যার শরীরের আগুন থেকে
পরাজিত যুদ্ধের ঘাম থেকে
আমার শরীরের জন্ম
হেরে যেতে যেতে সবশেষে তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন
তার সারাজীবনের রক্ত আর দুঃখের
জিন লাগানো ঘোড়া

ঐতিহাসিক চিহ্নের মতোন সেই শুরু
পাশপোর্টহীন পায়রার ডানায়
অন্তহীন
আমার ঘর্মাক্ত শরীরের চাপে জামাগেঞ্জি ছিঁড়ে ফালফাল
বাঁ হাতে চাবুকের মতোন এঁটে বসেছে
লাগামের টান

সব্বাই জানে
এইবার যুদ্ধ জয় হবে
পৃথিবীর সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখোমুখি বিবস্ত্র দুঃখের বারুদ
ঘোড়ার নালে পেরেক ঠুকছে রক্তদেহ মিছিল

আর আমি জেনে গেছি
যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধার বেশে কিভাবে দাঁড়াতে হয়

লড়াই

এক টুকরো রুটির জন্যে মুরগীর লড়াই
আঙুর লতায় ঘ্রাণ নেবার জন্যে মৌমাছির লড়াই
অর্কিডের গায়ে বাসা বাঁধবার জন্যে শিং পোকার লড়াই

ক্ষুধার জন্যে
সুখের জন্যে
স্বস্তির জন্যে
সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের লড়াই

মানুষ কি কেউ আছো

মানুষ কি কেউ আছো
মানুষ থাকলে বন্ধ দরোজার তালা ভাঙবার
দশটা কঠিন আঙুল থাকতো
ঘরের ভিতর আগুন থাকতো
পেটের ভিতর ক্ষিদে থাকতো

মানুষ কি কেউ আছো
মানুষ থাকলে মাটির বুকে ঘাম ঝরাতো
রোদে পুড়তো
জলে ভিজতো
চিলেকোঠায় লাটাই ঘুড়ি লাটিম সব
লুকিয়ে রাখতো

এখন যেন ঠিক শীতের সময় শীত আসে না
বৃষ্টির সময় বৃষ্টি হয় না
কি শীতে কি গ্রীষ্মে
মানুষ তো আর ব্যস্ত হয় না

শাস্তি নয়
যুদ্ধ নয়
এইভাবে কেটে যাচ্ছে সময়

মানুষ কি কেউ আছো
মানুষ থাকলে সে বেছে নিতো
মরণ কিংবা জয়

ফুলের জন্যে

ফুলেরা আমাকে জানে
এজন্য আমি ফুলেদের কাছে নতজানু হই
পরম স্নেহে ধুয়ে দিই ধুলি-ধূসরিত পাতা
জল দিই গোড়ায়
তবুও সে ঝরে পড়ে সামান্য বাতাসে
প্রজাপতির অস্থির পদচারণায়
সে ঝরে পড়ে
মাটির উপরে পড়ে থাকা পাঁপড়িগুলোর ভঙ্গিমায়
ঘোরতর যুদ্ধ থাকে
এরকম যুদ্ধের জন্য   আমি রক্তাক্ত হই

ফুল কি বিদ্রোহ জানে
সে রুক্ষ পাহাড়ের গহীন ফাটল থেকে মুখ তুলে
সূর্যের দিকে তাকায়

শকুন

তুমি পাখি নও
যদিও পালক আছে তোমার সারা দেহে

শকুনকে কখনো কেউ পাখি বলে আদর করেনি কোনোদিন
রাখেনি স্নিগ্ধ মমতায় খাঁচার আবাসে
ঠোঁটে পচা মাংস আর ডানায় ভাগাড়ের গন্ধ
শকুন তুমি পাখি নও দুর্ভিক্ষের বাতাস

যেখানে তাণ্ডব নষ্ট কিংবা শোক অধীর
কল্লের মতো জলরুটি বৃক্ষ শুকিয়ে যেতে থাকে
তার অশুভ মায়ায় তোমার আনন্দ প্রক্ষালন
যোজন উচুতে উড়ে উড়ে শ্যেনদৃষ্টি রাখো পৃথিবীর দিকে
আকাশ কালো হয় লোকালয় ভয়ে কেঁপে ওঠে
মহামারী ছুটে আসে মৃত্যুর মুখে চুমু খেতে খেতে

আকাশ পাখিদের জন্য
যেখানে বর্ণময় পাখিরা ইচ্ছেমতো ওড়ে
শকুন তুমি পাখি নও
মানুষের কাছে বসে সুমিষ্ট গান গৃহপালিত অভ্যাসের মতো
হরেকেষ্টো উচ্চারণ
কিংবা হাতের উপরে বসে ধান খুঁটে খেয়েছো কোনোদিন

শকুন তুমি পাখি নও দুর্ভিক্ষের বাতাস

শত্তুর

হেই শত্তুর
পালাবি তুই কদ্দূর
আমার একটা পা নেই
চোখ নেই
তবু তোকে ধরে ফেলবো
কবর দেবো
জানিস

সর্বনাশী বাজিয়ে বাঁশি পালাস্ বহুদূর
অনায়াসে গভীর জলে সাঁতার কাটিস তুই
আমি মাটির পরে দাঁড়িয়ে থেকে
চাঁদের বুড়ি ছুঁই

এমন লড়াই
শত্তুরের মুখে ছাই
মা আমাকে সান্ত্বনা দেয়
গলায় তুলে সুর

হেই শত্তুর
পালাবি তুই কদ্দূর
আমার একটা পা নেই
চোখ নেই
তবু তোকে ধরে ফেলবো
কবর দেবো
জানিস

এখন

এখন অন্ধকার
ঘোড়ার নালে পেরেক ঠুকছে মিছিল
এখন অন্ধকার
লাল রুটি পুড়ে যাচ্ছে মানুষের বুকে

এখন অন্ধকার
একটা যুবতী মেয়ের শাড়ি খুলে নিচ্ছে দুঃশাসন

এখন অন্ধকার
অরণ্যের শিরায় রামধনু খেলা করে
জনৈক হাত মেলে ধরছে চিৎকার
জনসভা
পোষ্টার

বাঘ নয়, বাঘের মতোন

আমার ঘরের সামনে রাত্তিরে
অন্ধকারে
কে যেন লাফ দেয়
ক্রমাগত লাফ দেয়
ঘিরে ফেলে বাড়ি

বুক চিতিয়ে বসে ছিলো মূর্তিমান ভয়
ভেবেছিলাম সে বাঘ
ফাঁদ পেতে বোঝা গেলো
মহা আনাড়ি

বাঘ নয় সে

মানুষ জানে

তুমি কি ভাবো   মানুষ এতই নির্বোধ
কখনো প্রবঞ্চনায় কখনো হিংসায় আক্রোশে
দ্বিধাহীন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে দুর্মূল্যে দুষ্প্রাপ্যতায়
কখনো উচ্ছেদে-বিচ্ছেদে রক্তের দামে
সব সময় তোমার চলাফেরায় সে
রীতিমতো বিপন্ন, অস্থির
সীমাহীন পাশবিক ইচ্ছার আগুনে তাকে পোড়াচ্ছো অহরহ
তীব্র খড়িশের মতো চোখের ভ্রূকুটিতে
তার ভাল লাগার হলুদ অতসী, আমলকী বন
তার সাধের আকাশমণি গাছ পুড়ে ছাই
পুড়তে পুড়তে তোমার লোভের দশহাতি পশমী চাদর
তাকে পাথর করেছে

তুমি কি ভাবো মানুষ এতই নির্জীব, নিবীর্য
সব কিছু ভুলে যাবে নিমেষে তোমার নকল
ছৌ-মুখোশের মায়াবী ছলনায়

সে এখন দক্ষ শিকারী
ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরো থেকে তুলে নেবে তোমার আঙুলের ছাপ
পদক্ষেপের দূরত্ব আর গভীরতা থেকে জেনে ফেলবে উচ্চতা ও ওজন
তোমার প্রিয় দর্জির খাতা থেকে টুকে নেবে
বুকের ছাতি ও গলার মাপ
ছায়ার মতো অনুসরণ করে জেনে নেবে গতিবিধি
রান্নাঘরের গন্ধ শুঁকে ধরে ফেলবে কোথায় তোমার দুর্বলতা

সে জানে কঠিন ধনুকে ছিলা পরাবার রীতি
আর জানে কেমন কৌশলে ফাঁদ পেতে ধরতে হয়
সোঁদর বনের বাঘ

এইমাত্র কে যেন

এইমাত্র কে যেন এই ঘর ছেড়ে চলে গেলো
ঘরের ভিতর টেবিলে সাজানো কাগজ কলম সুদৃশ্য বাতিদা
বন্ধুর চিঠি
বাতাসে ডায়েরীর পাতা আওয়াজ কোরছিলো
প্রিয়তর এ্যাল্‌বাম্‌ ফিল্‌টার সিগারেট তার শার্ট প্যান্ট জুতো
রঙিন বেড-কভারে মোড়া নরম বিছানা
গদীমোড়া চেয়ার
চেয়ারের পাশে ব্যবহৃত চটি
রাতের পাজামা গেঞ্জি
দেয়ালে পেণ্ডুলামের মতো ঝুলছিলো তার গলবন্ধ
সাজানো বুকশেলফ্‌
বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের ছবি সব যথাযথ ছিলো
আশ্চর্য দৃশ্যটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দেখলো

কে যেন নির্জনে দাঁড়িয়ে কার কাছে তৃষ্ণার জল চাইছিলো
নরম মাটিতে হীরের আংটি পুঁতে রেখে বন্ধুত্ব চাইছিলো

বছর শেষে

কে যাবে   কেউ না
আমি না   তুমি না   সে না
দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া
শাদা ঘোড়া কালো ঘোড়া বাদামী ঘোড়া
নালে খুঁড়ছে মাটি
খাচ্ছে ঘাস
কেশরে তার খেলে যাচ্ছে
বাতাস

মনে হচ্ছে কেউ যাবে
নাকাড়া বাজছে চতুর্দিক   ব্যস্ত সারাদেশ
মনে হচ্ছে কেউ যাবে
কেননা বছর শেষ

আন্তর্জাতিক সংবাদ

প্রতিদিন শহরে লুটপাট হচ্ছে
এর বিবরণে সমস্ত ডেইলি নিউজগুলোর
হেডলাইন ভরে যাচ্ছে।

আশ্চর্যের বিষয় কেউ তেমন জোরালো
মন্তব্য কোরছেন না।
লুঠপাট বন্ধ করবার জন্যে কোনো সরকারী
বন্দোবস্ত দেখা যাচ্ছে না।

জনসাধারণকে জানাবার জন্য কিছু মানুষ
হরদম পোষ্টার লিখছে
আপনারা লক্ষ্য করুন
সমস্ত এশিয়ার চেহারা বদলে যাচ্ছে।

অনুভব বিষয়ক কবিতা

বড়োবেশি অহংকার ছিলো তার অঙ্গণে বৃহৎ সূর্যঘড়ি
ক্রমশ বিস্তার কোরেছে রঙিন পাখা বাতাস
ভেঙেছে জাহাজের মাস্তুল কঠিন বন্ধন দড়াদড়ি
সারাদিন বসে আছে সে
পকেটে পাপবিদ্ধ তিন তাস

দিলদার কিছু মিষ্টি সময় বর্শার মতোন বুকে
বিঁধে আছে চক্ষুষ্মান লোভ
আর গভীর নিচে কালো মনিরেখা
ছুঁয়ে যাবে সম্মান অন্ধকারে
দীর্ঘশীত উত্তরের দিকে
ফিরে আয় তুই, বেশিদিন বাঁচেনা মানুষ একা একা

জল গড়াচ্ছে

জল গড়াচ্ছে
সবাই জানে জল গড়াচ্ছে
গড়ানের টানে ধুয়ে যাচ্ছে
অপ্রাকৃতিক মাটি

আপাতত নদীতে নৌকো টৌকো কিচ্ছু নেই
দলবদ্ধ পাপীরা সব ওপারে যেতে চায়
সামনে ঈশ্বরীয় প্রবাদের মতো ঢেউ
টাল খাচ্ছে বুক

জল গড়াচ্ছে
কম বেশি সব্বাই জানে
জল গড়াচ্ছে
ঠিক যেভাবে জল গড়ায়
সমস্ত বালুদেশ ঢেকে দিয়ে
তার মহাসমুদ্রে যাবার আবাসিক প্রকল্পনা

জল গড়াচ্ছে
লগি ঠেলে একাকী
ভেসে যাচ্ছে শ্মশানকিশোর

But I keep Laughing instead of crying'
I will keep on fighting until I am dying'
-PAUL ROBESON

মানুষ কিভাবে কাঁদে

মানুষ কিভাবে কাঁদে, মানুষ জানে না
কাঁচামাটির পাত্রে কান্নার ফোঁটা নিয়ে সে
বেঁচে থাকার নুন সংগ্রহ করে
যেমন ধারাপাতে কিভাবে ধানক্ষেত স্বাস্থ্যবতী হয়
প্রকৃতি জানে না

মানুষ কি-অভাবে কাঁদে
আমি বুঝিনি কোনোদিন
কান্না কি দুঃখের পরম শিল্প
না চরম ক্রোধ
না-কি মহার্ঘ জলের আশীর্বাদ সে ছুঁড়ে দেয়
কঠিন আত্মশুদ্ধির দিকে

জলের বদলে আমার চোখ থেকে রক্ত ঝরে রোজ

দুঃখিত এই দেশ

হাত তুলে দাঁড়ালে
মাথার উপরে কিংবা
পায়ের নিচে
তুই

খিদের নাড়ী শান দেয়া হেঁসোর মতো ঝিলিক খাচ্ছে
মেঠোধুতির খুঁট ভিজিয়ে ঝরছে লবণ ঘাম
বাহুবল বড়ো পুষ্টিহীন
শুকোচ্ছে হাঁটুজল নদীর শীর্ণ জলরেখা
বড়ো দুঃখে খেজুরগাছ মাথা তুলে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদ
পিঁয়াজের খোসা উড়ছে হাওয়ায়
উড়ছে সাপের খোলস পাখির পালক
ঘুমুচ্ছে শস্যক্ষেত মাঠানজমি রান্নাবাটিঘর

দুঃখিত এই দেশ
তবু দীর্ঘশ্বাস ভাঙছে মাটি
সারাদিন শিরোল কাটছে তোর লাঙ্গল

সেই ছেলেটাকে

ধরে আনো সেই ছেলেটাকে
যে ছেলেটা নিজের পিঠে চাবুক মেরে
ভালোবাসার হাপু গাইতো
আকাশে ওড়াতো রঙিন ডাকঘুড়ি
আর নরম মাটির বুকে আনন্দে ঘোরাতো লাল লাটিম
কোমরে গুঁজে রাখতো আমকাটা ছুরি

কেউ কি জানো কোথায় সেই দস্যি ছেলেটা থাকে ?
বহুদিন ধরে
তাকে খুঁজছি শহরের বুক তোলপাড় করে
বাসে ট্রামে শৌখিন হোটেল রেঁস্তোরায়
এবং কখনো
লালবাতি নিশানার এলাকায়
দূর দূর গাঁ-গেরামে মরাক্ষেতে নদীতে
পাহাড়ে বনে জঙ্গলে কিংবা বহুদূর বিদেশে পরবাসে

তার জন্য ভেঙ্গে যাচ্ছে আমাদের সব স্থির প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প
কষ্ট পাচ্ছি অনাহারে শীতে
যে কেউ পারো খুঁজে আনো সেই ছেলেটাকে
কিংবা ধরে আনো তাকে
তার মা বহুদিন আঁচল বিছিয়ে শুয়ে আছে রাস্তায়

ফৌজদার হাঁস মেরেছে

তালডিঙ্গিতে পা রেখে বালকবয়স যুদ্ধের কথা ভাবে
কলমীলতা ছিঁড়তে গিয়ে বালিকাবয়স শান্তির কথা ভাবে
ফৌজদার হাঁস মেরেছে   বিচার হবে না

ভালোবাসায় রাখাল ছেলে বান মেরেছে
চিৎকারে কার শ্মশানভূমি ঘুম ভেঙ্গে যায়
কালরাতে কার শিবির থেকে শ্বেত কবুতর
সিংহঝুলীর নীল আকাশে পালিয়ে গ্যাছে

বালিতে জলের দাগ নদীর মতো খেলা করে
দারুন ঝড়ে হা রৈ রৈ মাটির ঘর
বিশ্বাস নেই   অনাত্মীয় বুকের ভিতর
আমার দুঃখ জন্মভূমি স্বচ্ছলতায় রক্ত ঝরে

তালডিঙ্গিতে পা রেখে বালকবয়স যুদ্ধের কথা ভাবে
কলমীলতা ছিঁড়তে গিয়ে বালিকাবয়স শান্তির কথা ভাবে
ফৌজদার হাঁস মেরেছে   বিচার হবে না

সন্ধি

সবাই চলে গেলো
কাঁচাবাঁশের চালি আগুনে পুড়িয়ে
চলে গেলো শ্মশানবন্ধুরা

পুড়ছি একা
আর নিঃশব্দে পাথর ভাঙছে রাগ
কতোদিন জামার আস্তিনে ঢেকে রাখবো
আমার রক্তাক্ত কবজি

কথা ছিলো শ্মশানের আগুনে সেঁকে নেবো
আমাদের তামাদি শরীর
কথা ছিলো কাঠকয়লায় লিখে দেবো জীবনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার
সারাদেশ জুড়ে বিদুষী নয়নতারা ফুল ফোটাবো

সবাই চলে গেলো
কাঁচাবাঁশের চালি আগুনে পুড়িয়ে
চলে গেলো শ্মশানবন্ধুরা

আমি জানি, এই চলে যাওয়া হেরে যাওয়া নয়
কেননা চলে যাওয়া মানে
ফিরে আসবার সন্ধি

ভালোবাসার কবিতা

ভালোবাসা ছিলো তাই এতো আগুন
উথলে দিয়েছো এতো শোক দুঃখ এতো রক্ত
বুক ছিঁড়ে তুলে নিয়েছো লজ্জার তেজপাতা

তুমি বহুদূর পাহাড়শীর্ষে দাঁড়িয়ে হাসো
সোনার নূপুর পায় করতল ঢেকে থাকে উজ্জ্বল তৃণ
এজন্য বারবার ভুল হয়
পাহাড় ডিঙোতে ডিঙোতে দুহাত বাড়াই
শুধু তোমাকে দেখবো বলে পাথরে ঠুকেছি চকমকি

ভালোবাসা ছিলো তাই এতো আগুন
অসম্ভব দাহ্যতায় গলে গলে এখন নিখাদ

প্রতিবেশী

সে যেই হোক, সে যে ভাষায় কথা বলুক না কেন, সে আমার
সবচেয়ে বড়ো ঘনিষ্টতম প্রতিবেশী, কেননা আমি প্রতিদিন
ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করি আমার বাড়ির দেওয়ালের পিঠে তার বাড়ি
দুই বাড়ির রান্নাঘরের গন্ধ আমাদের আত্মীয়তার খোঁজ নেয়
আমার চলা ফেরায় সে রীতিমতো নির্ভরশীল হয়
রাস্তায় দেখা হোলে
'নমস্কার' কিংবা 'দাদা ভালো আছেন' বোলতে সে ভোলে না

সে আমার নিজস্ব শোকে দুঃখে নিদারুন জর্জরিত হয়
পেশীহীন কাঁধের উপরে রাখে তার সাহায্যকারী হাত
মধ্যরাতে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে সে আমাকে
জবরদস্তি বাইরে টেনে নিয়ে বলে
এসো দেখে যাও, ইছামতীর দুই পাড়ে ভালো কোরে চেয়ে দ্যাখো
তুমি বুকের ভিতর যে সব স্বপ্ন গোপনে জমা রেখেছো
আমি সেগুলো ধরে ফেলেছি কি না
চেয়ে দ্যাখো আমাদের প্রিয় আকাংখার ছবিগুলি কেমন
পানকৌড়ির মতো ডুবে আছে জলের গভীরে

মাঝে মাঝে সে আমাকে সিগারেট খেতে নিষেধ করে হাঁক দিয়ে বসে
ওহে, সিগারেট ছাড়ো, ওতে নিকোটিন আছে, দুরারোগ্য ক্যান্সার
বাঁধিয়ে বসবে শেষে

মাঝে মাঝে সে আমাকে স্তোকবাকা, তেল মাখানো ইত্যাদি
আপনারা যে রকম বলেন
সেই ভঙ্গীতে বলে, আজীবন আপনার বন্ধুদের সামনে আপনি
কোনো রাজনৈতিক জনসভায় আপনি
দুঃস্থ সংসারে ফতুর হওয়া ফতুয়া গায়ে গৃহকর্তা আপনি
তাছাড়া রেশন দোকান, দশটা পাঁচটার অফিস লাগাম, লোকাল ট্রেনে
বনগাঁ-শিয়ালদা, শিয়ালদা-বনগাঁ, ছেলেমেয়েদের বায়না, ইশ্‌কুল

অসুখ-বিসুখ, গিন্নীর মুখ ঝামটা, নানান ঝক্কি
দিন দিন বাড়ছে চশমার লেন্স, মাথার দুপাশে বাড়ছে কপাল
এতদ্‌সত্ত্বেও রোজ সকালে ফুলগাছের গোড়ায় খুরপি হাতে আপনি
সত্যি, আপনি বড়ো ভালোমানুষের পুত্র হে
আমি কিন্তু এসব কথায় বুক ভরিয়ে পরম সুখে নিদ্রা যাই

সে যেই হোক, সে যে ভাষায় কথা বলুক না কেন, সে আমার
সবচেয়ে বড়ো ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী, কেননা আমি প্রতিদিন

বুলেটের মতো

বুলেটের মতো ছুটে যাও
যেমন বন্দুক থেকে আওয়াজ তুলে
বুলেট ছুটে যায়
এই রকম হঠকারী অভ্যাসে ছুটে যাও

ফুল ফুটলেই তার ডাল ভাঙে
এজন্য কোনো শোক থাকা উচিত না
কোনদিকে যাবে
কোথায় তাকে পাবে
একথা কখনো ভেবো না

শুধু বুলেটের মতো ছুটে যাও
বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে পরাক্রান্ত সৈনিক সাজো
তার রক্তাক্ত ওষ্ঠে চুমু খাও
রক্তাক্ত ওষ্ঠে চুমু খাও

বাতাসের কৌশল

সময় করে ছল
মেঘ ডাকলে নদীর পারে
লাগে আগুন এপার ঘরে
বাতাসের কৌশল

পুড়ছে ধান ফাটছে মাটি
পিছনে ডাকছে বাঘ
ধরো এখন শক্ত লাঠি
সামনে শীতের মাঘ

চোখ জ্বালিয়ে দাও পাহারা
অন্ধকারে কে
নদীর জলে ভাসছে মরা
সজাগ থাকো হে

চৌকাঠ

তোমাকে সব সময় ভয় দেখাচ্ছে ঘরের সিঁদুরে চৌকাঠ
এমনি হয়
যাবার সময় খট্‌কা থাকলে
ডান পা বাড়িয়ে দিলেও
ভিতর থেকে পিছন টানে বাঁ পা
বুকের মধ্যে ঝাঁড় হয়ে থাকে সংশয়
শিরদাঁড়া বেয়ে চকিতে নেমে যায় হিমস্রোত

কোথাও যাবার আগে নিজের ইচ্ছেটা
ইস্পাতের ছুরির মতো তেজালো রাখো
কোনো নিষেধ সামনে দাঁড়ালে সে যেন
মুহূর্তে ঝল্‌সে উঠতে পারে
শুধরে নাও প্রতিদিন সহজ অভ্যাসের ভুলগুলি
জল দিয়ে ধুয়ে মুছে ফ্যালো চৌকাঠের সিঁদুরে দাগ
ময়লা মাটি
উপেক্ষা করো বারান্দার পোষা কুকুর অলিন্দের সুখী অবসর

এখন থেকে নিজের সিগারেটে নিজেই দেশলাই ঠুকে
আগুন জ্বালিয়ে নাও
প্রথম পদক্ষেপ রাখো চৌকাঠের বাইরে